Sustainable Development

EP-10 : Fossil Fuel & Enviornment

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপ : সায়েন্স কমিউনিকেটরস্ ফোরামের পক্ষ থেকে কৌস্তুভ চৌধুরী

চরিত্র ঃ পুরুষ - সৈকত, দীপ দত্ত, অমিত, হাফিজ, রবার্ট, টম, ডঃ ওয়াং মা। **মহিলা** - মেরী

স্বপ্নের চরিত্রটি মহিলা কণ্ঠে দিতে হবে।

পট - ১

ভাষ্য ঃ ডঃ সৈকত মজুমদার একজন প্রবাসী বিজ্ঞানী। ইরানের "Institute of Biosphere Studies" -এ তিনি সমুদ্রের প্রনীদের ওপর গবেষণা করেন। বিশেষ করে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে খনিজ তেলের প্রভাবে সামুদ্রিক প্রনীদের কি কি ক্ষতি হচ্ছে সেটা আবিস্কার করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এবং এই কাজের জন্য মাঝে মাঝেই তাঁকে যেতে হয় সমুদ্র ভ্রমনে। সঙ্গে থাকেন তাঁর গবেষক বন্ধু ও ছাত্র ছাত্রীরা।

একদিন ডঃ মজুমদার তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন। এমন সময় তাঁর মোবাইল ফোনটি বেজে উঠল।

(ফোন রিং টোন - রিং টোন)

সৈকত ঃ হ্যালো ... সৈকত মজুমদার বলছি।

দীপ ঃ (ফোনে কণ্ঠস্বর একটু আস্তে আর চাপা শোনাবে) হ্যালো ... ডঃ মজুমদার ... আমি School of Oceanographic Studies থেকে প্রফেসর দীপ দত্ত বলছি।

সৈকত ঃ বলুন প্রফেসর দত্ত। এবার ইন্ডিয়াতে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। সব ভালো তো?

দীপ ঃ হ্যা, আমরা ভালোই আছি। ... **(একটু থেমে)** ডঃ মজুমদার, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

সৈকত ঃ কথা? হ্যা বলুন না।

দীপ ঃ না মানে ... বুঝলেন ব্যাপারটা আমি নিজেই ঠিক জানি না। এখানে ডিপার্টমেন্টে অনেকে কানাঘুষো করছে। তাই ...

সৈকত ঃ কি ব্যাপার বলুন তো?

দীপ ঃ কয়েকদিন আগে আমাদের Institute-এর একটা রিসার্চ বোট গালফে্র দিকে গেছিল মেরিন ইকোসিস্টেম নিয়ে কাজ করার জন্য। পার্সিয়ান গালফে্র মাঝখানে একটা জায়গায় ওরা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পায়। দিনের বেলা বোঝা যায়নি, সন্ধ্যার দিকে সাইটিং-টা হয়েছে।

সৈকত ঃ কি বলুন তো?

দীপ ঃ ওরা দেখেছে অন্ধকারে সমুদ্রের ওপর একটা জায়গা থেকে রামধনু রঙের আলো বের হচ্ছে।

সৈকত ঃ (অবাক হয়ে) রামধনু রঙের আলো? ওটার সোর্স কি?

দীপ ঃ সেটাই তো জানা নেই। ওই আলোটা দেখে ওরা খুব অবাক হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেই খুব ঝড় ওঠে। ওদের ফিরে আসতে হয়। **(একটু থেমে)** আপনি তো ওই দিকেই কাজ করেন। তাই ভাবলাম বলি।

সৈকত ঃ ঠিক কোন লোকেশানে বলতে পারেন?

দীপ ঃ সেটা আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে হোয়াটস-অ্যাপ করে দিচ্ছি।

সৈকত ঃ ওকে। আমি খোঁজ নিচ্ছি।

দীপ ঃ ডঃ মজুমদার ... আমার একটু কিন্তু কিন্তু লাগছে। এটা হয়ত গুজবও হতে পারে। হয়ত কোন প্র্যাক্টিক্যাল জোক।

সৈকত ঃ ডোন্ট ওরি প্রফেসার দত্ত। আই উইল সী ইট।

[পট পরিবর্তনের বাজনা]

পট - ২

ভাষ্য ঃ সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষন। একটা গাঢ় অন্ধকার চেপে বসেছে পারস্য উপসাগরের বুকে। আর সেই অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে সৈকত মজুমদারের রিসার্চ বোট। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর দুই প্রিয় ছাত্র হাফিজ এবং অমিত। প্রফেসার দীপ দত্তের বলা সেই আলোর রহস্য যে ভেদ করতেই হবে তাঁকে।

[এখানে বোটের শব্দ, সমুদ্রের গর্জন আর হাওয়ার শব্দ দিতে হবে। ওদের সব কথার ব্যাকগ্রাউন্ডেই এই শব্দ থাকবে।]

হাফিজ ঃ স্যার, আমরা অনেকটা নর্থে চলে এসেছি। এর পর আর যাওয়া ঠিক হবে না। ওদিকে হয়ত আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ থাকতে পারে।

অমিত ঃ স্যার, হাফিজ ঠিকই বলেছে। USS Carl Vincent এদিকেই আছে।

সৈকত ঃ সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আমাদের জিনিস কোথায়? এদিকে অন্ধকার তো বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। কিন্তু কোথাও তো কোন রামধনু রঙের আলো চোখে পড়ছে না। তাহলে কি সবটাই গুজব?

হাফিজ ঃ (হঠাৎ চিৎকার করে) স্যার, স্যার ... ওই দিকে দেখুন ... ওই দিকে ... ওই দিকে ...

অমিত ঃ কই কই? কোন দিকে রে? ... **(বিস্ময়ে)** ও মাই গড ... স্যার ওই দিকে দেখুন ...

সৈকত ঃ (বিস্ময়ে) এ কি? এ কি দেখছি আমি? এ কি স্বপ্ন না সত্যি? অন্ধকার সমুদ্রের মাঝখানে একটা গোল আলোর বল ভেসে বেড়াচ্ছে।

হাফিজ ঃ আর তার থেকে রামধনু রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। কি ওটা? স্যার ... ওটার কাছে যাওয়া দরকার।

সৈকত ঃ ঠিক বলছে হাফিজ। এত দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দাঁড়াও আমি পাইলটকে বলছি ওটার কাছে নিয়ে যেতে। উফ্ ... কি দেখছি ...

[এখানে বোটের ইঞ্জিনের শব্দ জোরে জোরে দিতে হবে]

অমিত ঃ স্যার, দেখুন, কাছে আসার পর বোঝা যাচ্ছে। ওখানে অনেক ছোট ছোট মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ওই আলোটা ওদেরই শরীর থেকে বের হচ্ছে।

হাফিজ ঃ বায়ো-লুমিনিসেন্স। কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য।

সৈকত ঃ কিন্তু হাফিজ, আমার একটা খটকা লাগছে মনে। এতদিন ধরে এই লাইনে আছি, কিন্তু কোনদিন এই রকম মাছ তো দেখিনি।

অমিত ঃ ঠিক বলেছেন স্যার। আমিও এই কথাটা ভাবছিলাম। মাছগুলো কেমন চোঙ আকৃতির, চোখ বলে কিছু নেই, আর লেজের পাখনাটা কেমন যেন এরোপ্লেনের মত ওপরের দিকে ওঠানো...

হাফিজ ঃ এগুলো মাছই তো? নাকি অন্য কোন প্রাণী?

অমিত ঃ কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

সৈকত ঃ আমিও ... আমার একটা কথা মাথায় আসছে। কিছুদিন আগে আল-জাজিরা নিউজ চ্যানেলে একটা ছোট্ট খবর দেখেছিলাম। বেশ কিছু মৎসজীবি ব্যাপারটা দেখেছিলেন, কিন্তু তারপর তার আর কোন আপডেট পাইনি।

হাফিজ ঃ কি খবর বলুন তো স্যার?

সৈকত ঃ ওরা দেখেছিল আকাশ থেকে একটা বড় আগুনের গোলা বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রে এসে পড়ল। আর ওটার থেকে একটা ধাতব শব্দ বের হচ্ছিল। ভয়ে ওরা পালিয়ে গেছিল। অনেকে ভেবেছিল আমেরিকা কোন নতুন অস্ত্র পরীক্ষা করে দেখছে। কিন্তু US মিলিটারি ঘটনাটা অস্বীকার করেছে।

হাফিজ ঃ স্যার এবার আমারো মনে পড়েছে। পরের দিন খবরের কাগজে ছোট করে খবরটা বেরিয়েছিলো। অনেকে বলেছিলেন এটা একটা গুজব।

সৈকত ঃ ঠিক বলেছ হাফিজ। U ... F ... O। ওটা যদি সত্যিই UFO হয়ে থাকে? হয়ত বহু দূরের কোন ভীন গ্রহ থেকে এসেছে। আর এগুলো ...

অমিত ঃ এগুলো হল সেই ভিন গ্রহের প্রাণী? হতে পারে স্যার ... হতে পারে। এদের দেখে তো কোন পৃথিবীর প্রাণী বলে মনে হচ্ছে না।

[এমন সময় হঠাৎ একটা রেডিও মেসেজ আসবে, এখানে টক টক শব্দ করে যান্ত্রিক স্বরে কথা বলতে হবে]

হাফিজ ঃ স্যার আপনার একটা রেডিও মেসেজ এসেছে।

রেডিও ঃ ডঃ মজুমদার, বেস থেকে বলছি। আজকে সকালে পারস্য উপসাগরে কুয়েত থেকে আসা একটা অয়েল ট্যাঙ্কার উল্টে গেছে। ওই ট্যাঙ্কারের প্রায় তিন লক্ষ টন তেল সমুদ্রে গিয়ে

পড়েছে। আমরা স্যাটেলাইট ইমেজে দেখতে পাচ্ছি আপনারা ভাসতে ভাসতে সেই তেলের কাছে চলে এসেছেন। সাবধান, আর এগোবেন না।

সৈকত ঃ ও. কে.। থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়ার্নিং।

[রেডিও অফ করার 'টক' করে শব্দ দিতে হবে]

সৈকত ঃ সার্চ লাইটটা অন করো মতো। তবে দেখো, যেন ওই মাছেদের গায়ে না পড়ে।

[এখানে সার্চ লাইট অন করার 'টক' করে শব্দ দিতে হবে]

অমিত ঃ সার্চ লাইটের আলোয় অনেক দূর অবধি দেখা যাচ্ছে স্যার ... **(চিৎকার করে)** স্যার দেখুন, তেল।

সৈকত ঃ তেল? আমাদের কাছে? কোথায়?

অমিত ঃ ওই দেখুন স্যার। জলে পরিস্কার তেল ভাসতে দেখা যাচ্ছে। একটা মরা পাখিও ভাসছে। বোধহয় তেলই মারা গেছে ওটা।

হাফিজ ঃ আমাদের কিন্তু ফিরে যাওয়া উচিৎ। না হলে বিপদ হতে পারে।

সৈকত ঃ ঠিকই বলেছ। কিন্তু এই মাছগুলোকে তো ভালো করে দেখাই হল না।

অমিত ঃ (হঠাৎ) স্যার দেখুন দেখুন ... মাছগুলো হঠাৎ কেমন ছড়িয়ে পড়ছে।

সৈকত ঃ ওমা তাই তো ... তাই তো ... আর ওটা কিসের শব্দ অমিত?

[একটা খুব জোরে একটা High Pitched তীক্ষ্ম শব্দ একটানা দিতে হবে] শব্দ ঃ ঈ ঈ ঈ ...

অমিত ও হাফিজ ঃ (একসঙ্গে চিৎকার করে) শব্দটা খুব কানে লাগছে স্যার। আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

[পট পরিবর্তনের বাজনা]

পট - ৩

ভাষ্য ঃ চার্লস রবার্ট আমেরিকায় একটা বড় তেলের খনির মালিক। তেল বিক্রি করে তিনি আয় করেন কোটি কোটি ডলার। কিন্তু তবুও তাঁর লোভ আর যায় না। কি করে আরো তেলের খনি দখল করা যায়, কি করে পৃথিবীর বাকি সব খনি নিজের মুঠোর মধ্যে আনা যায়, সেই চিন্তাই তাকে দিনরাত কুড়ে কুড়ে খায়। নিজের রাজপ্রাসাদের মত বড় অফিসে বসে তিনি এঁটে চলেন ব্যাবসা বাড়ানোর ফন্দি।

[রবার্টের অফিস। এখানে অফিসের সাধারন কথাবার্তা ও Background noise দিতে হবে]

টম ঃ আচ্ছা রবার্ট আমাদের খনির দুটো পাইপ লাইন কি সারানো হয়ে গেছে?

রবার্ট ঃ কোন দুটোর কথা বলছ? যে দুটো সেদিন ভেঙে পড়েছিল?

টম ঃ হ্যা।

রবার্ট ঃ হ্যা। সেগুলো ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু টম, আমি ভাবছি অন্য কথা।

টম ঃ কি কথা?

রবার্ট ঃ গত বছরের তুলনায় এ বছর আমাদের বিক্রি কম হয়েছে। মানে বলা ভাল, আয় কম হয়েছে।

টম ঃ সে কি? কেনো? শ্রমিক আন্দোলন নাকি?

রবার্ট ঃ না না সেসব নয়। শ্রমিকদের আমি শক্ত হাতে দমিয়ে রেখেছি।

টম ঃ তবে? যুদ্ধ?

রবার্ট ঃ যুদ্ধ করলে তো ব্যাবসা বাড়ে টম। ইরাকের দ্বিতীয় যুদ্ধটাতো আমরাই করিয়েছিলাম। জানো এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যের আরো দুটো তেলের খনি আমার হাতে এসে গেছে। আর তাছাড়া

যুদ্ধ লাগলে তেলের চাহিদাও বেড়ে যায়। তখনই তো আমাদের লাভ।আর তাই তো আমরা তেল ব্যবসায়ীরা সব সময় মার্কিন সরকারকে উস্কাই যেন-তেন প্রকারে একটা যুদ্ধ লাগাবার জন্য।

টম ঃ তাহলে আসল ব্যাপাটা কি?

রবার্ট ঃ আসলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আর সেভাবে বাড়ছে না। কিরকম যেন মন্দা চলছে একটা।

টম ঃ এর কারণ?

রবার্ট ঃ এর কারণ হল বিকল্প শক্তি ... এখন তো বিকল্প শক্তির ব্যাবস্থা করেছে সব দেশ। সোলার পাওয়ার, উইন্ড পাওয়ার, হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক পাওয়ার, বায়ো ডিজেল ...

টম ঃ বায়ো ডিজেল? সেটা আবার কি?

রবার্ট ঃ বায়ো ডিজেলের রাসায়নিক নাম হল মোনো-অ্যালকিল ইস্টার। গাছ বা প্রানী দেহের ফ্যাটকে অ্যালকোহলের সাথে বিক্রিয়া করিয়ে একে তৈরী করা হয়। প্রেটো-ডিজেলের থেকে এর বৈশিষ্ট কিছু আলাদা হলেও দুটোকে মিশিয়ে অনেক ডিজেল ইঞ্জিনেই একে ব্যাবহার করা চলে।

টম ঃ তাই? গাড়িতে একে ব্যাবহার করা হচ্ছে?

রবার্ট ঃ হচ্ছে না? খুব হচ্ছে। ভক্সোয়াগন, মার্সিডিজ ... এরা অনেকেই কম বেশী বায়ো ডিজেল ব্যাবহার করছে। ইউরোপ, আমেরিকায় এর চল এখন বেড়েছে। তাছাড়া রেলেও ব্যাবহার হচ্ছে।

টম ঃ রেলে? মানে ট্রেনে?

রবার্ট ঃ হ্যা ট্রেনে। ইংল্যান্ড, আমেরিকায় রেল-রোডের ডিজেল ইঞ্জিনগুলোর অনেকেই বায়ো ডিজেলে চলতে পারে। এদের অনেকে শুধু বায়ো ডিজেলে চলে; আবার অনেক ইঞ্জিনে বায়ো ডিজেলের সাথে প্রেটো-ডিজেলকে মিশিয়ে ব্যাবহার করা হয়। ভারতেও এইভাবে ট্রেন চলছে এখন।

টম ঃ ভারতে? সে কি? সে তো তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশ?

রবার্ট ঃ ভারত এখন আর সে ভারত নেই টম। ভারতে রিতিমতো জ্যাট্রোফা গাছের চাষ হয় বায়ো ডিজেল তৈরী করার জন্য। আর সেখানে অনেক ডিজেল ইঞ্জিনেই প্রেটো-ডিজেলের সাথে বায়ো ডিজেলকে মিশিয়ে ব্যাবহার করে। এখন সুস্থায়ী উন্নয়নের যুগ চলছে বুঝলে।

টম ঃ সে তো বুঝলাম, কিন্তু সুস্থায়ী উন্নয়নের ঠেলায় আমাদের পকেটের উন্নয়ন যে বন্ধ হতে বসেছে। এর একটা কিছু ব্যাবস্থা কর বরার্ট।

রবার্ট ঃ ব্যাবস্থা কি আর করা হচ্ছে না ... খুব করা হচ্ছে। তলে তলে জোর লবিবাজি চলছে।

টম ঃ তাই নাকি? কারা করছে এসব?

রবার্ট ঃ কারা আবার করবে? আমাদের মত পেট্রোলিয়াম ব্যাবসায়ীরাই করছে। বিভিন্ন দেশের নেতা মন্ত্রীদের প্রচুর ঘুষ খাওয়ানো হচ্ছে ... যাতে তারা সুস্থায়ী উন্নয়নের বিল টেবিলেই আটকে দেয়। সরকারকে চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে বায়োডিজেল বা গ্রী-এনার্জির প্রকল্পগুলোর ওপরে ভারী ট্যাক্স বা সেসে বসায়। এতে বিকল্প শক্তির দাম বেড়ে গেলে লোকে আর ব্যাবহার করতে চাইবে না।

টম ঃ কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং? পৃথিবীর তাপমাত্রা তো বেড়েই চলেছে।

রবার্ট ঃ আরে রাখো তোমার গ্লোবাল ওয়ার্মিং। পকেট ওয়ার্ম থাকলে সব ঠিক আছে। তবে সে ব্যাবস্থাও করা হয়েছে। আমরা বেশ কিছু পেটোয়া বিশেষজ্ঞ তৈরী করেছি। তারা সব সামিট, কন্‌ফারেন্সে গিয়ে বলছে যে প্রেট্রোলিয়াম ব্যাবহারের ফলে গ্লোবাল ওয়ামিং হচ্ছে না। কিছু সংখ্যার গড়মিল করে দিলেই তো হল। ব্যাস, পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার বদলে কমে যাবে। বুঝলে?

টম ঃ হুম। বুঝলাম। সে তো তুমি সংখ্যার গড়মিল করে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমিয়ে দিলে। কিন্তু দূষণ আটকাবে কি করে? এই দূষণই তো আরো বিকল্প শক্তির দিকে ঠেকে দিচ্ছে সবাইকে। খনিজ তেল, কয়লা এসব পোড়ালে তো দূষণ হবেই।

রবার্ট ঃ সেটা কিছুটা ঠিক। তবে সেই কারনেই আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যাবহারের দিকে জোর দিচ্ছি। এতে দূষণ কম হয় আর আমাদের ব্যাবসাটাও থাকে। বিকল্প শক্তি এলে তো সবই গেলো, তাই না?

[এমন সময় রবার্টের মোবাইল বেজে উঠবে। এখানে রিং টোন দিতে হবে]

রবার্ট ঃ বেজিং থেকে ছেলে ফোন করছে। ... **(ফোনে)** হ্যালো ... বল কি হয়েছে। কাশিটা খুব বেড়েছে? কমছে না কিছুতেই? ... ও ... তা টেস্টে কি ধরা পড়ল? ... ফুসফুসের ক্ষমতা কমে গেছে? ... ILD হয়েছে? সাথে COPD? ...

[পট পরিবর্তনের বাজনা]

পট - ৪

[পারস্য উপসাগরের বুকে ভাসমান সৈকতদের বোট। একটা তীক্ষ্ম ঈ ... ঈ ... ঈ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখানে ঈ ... ঈ শব্দ দিয়ে শুরু করতে হবে]

সৈকত ঃ হাফিজ, অমিত ... আমি আর এই শব্দটা সহ্য করতে পারছি না। এটা কোথা থেকে আসছে?

হাফিজ ঃ স্যার, মনে হচ্ছে ওই মাছগুলো এই শব্দটা করছে। দেখুন ওরা খুব জোরে জোরে লেজের পাখনাটা নাড়ছে। আর তাতেই মনে হচ্ছে এই 'হাই-ফ্রিকুয়েন্সি' শব্দটা হচ্ছে।

সৈকত ঃ কিন্তু কেন? এটা কি ওদের 'কমিউনিকেশান ল্যাঙ্গুয়েজ?'

অমিত ঃ স্যার দেখুন দেখুন ... তেল ভাসতে ভাসতে ওদের কাছে চলে এসেছে। আর তাতেই মাছগুলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

হাফিজ ঃ স্যার, ওই দেখুন ... ওই মাছগুলো কেমন ছটফট করছে। বোধহয় তেল ওদের গায়ে লেগেছে। আর ওদের আলোরও জোর কমে যাচ্ছে।

অমিত ঃ দুই-একটা মাছের আলো একদম নীভে গেলো ... মরে গেলো বোধহয়।

সৈকত ঃ ঠিক বলেছ অমিত। ওই মাছগুলো তেলের বিষক্রিয়ায় মারা যাচ্ছে। আর ওই শব্দটা হচ্ছে ওদের বিপদ সংকেত। একধরনের 'Distress Call' বলতে পারো।

হাফিজ ঃ ইস ... দেখুন স্যার ... একটা একটা করে মাছের আলো নীভে যাচ্ছে। আর শব্দটাও কেমন কমে আসছে।

[এখানে 'ঈ ঈ' শব্দটা খুব দুর্বল করে দিতে হবে]

সৈকত ঃ মাছগুলো মারা যাচ্ছে হাফিজ। মাছ না বলে ওদের ভীনগ্রহের প্রাণী বলাই ভাল। ওরা পৃথিবীর কোন প্রাণী নয় ... এটা আমি একশ শতাংশ নিশ্চিত।

অমিত ঃ কিন্তু স্যার ওরা জলে নামল কেন?

সৈকত ঃ হয়ত পৃথিবীর বেশীর ভাগটাই জল বলে ওদের স্পেস-শীপটা জলে এসে পড়েছিল। আবার হতে পারে আমাদের মাছের মত ওদেরও বাঁচার জন্য জল দরকার।

হাফিজ ঃ কিন্তু তেল ওরা সহ্য করতে পারল না।

সৈকত ঃ সেটাই বড় খারাপ লাগছে হাফিজ। হয়ত অনেক আলোক বর্ষ দূর থেকে ওরা এসেছিল ... যে মহাশূন্য নিষ্ঠুর, ক্ষমাহীন ... তাতে ওরা বেঁচে রইল ... আর যে পৃথিবী প্রাণের ধারক ... সুজলাং সুফলাং ... সেই পৃথিবীতে এসেই ওদের প্রাণ গেলো।

অমিত ঃ শুধু কি ওরা? এই তেলে কত সামিদ্রিক প্রাণী মারা পড়বে তার ঠিক নেই।

সৈকত ঃ দূষণ অমিত ... দূষণ, এই দূষণই হল নষ্টের গোড়া। আর এই দূষণই পাল্টে দেবে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র ... দেখে নিও।

হাফিজ ঃ স্যার, আমাদের আর থাকা ঠিক হবে না। চারপাশ থেকে তেল এসে ঘিরে ধরছে আমাদের। এরপর ইঞ্জিনে তেল ঢুকে গেলে ওই মাছেদের মত আমাদেরও এখানে মরতে হবে। চলুন পালাই।

সৈকত ঃ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) চল ... অন্তত আমরা বাঁচি। ওই মাছগুলোর রহস্যটা আর জানা গেল না।

[পট পরিবর্তনের বাজনা]

পট - ৫

[চার্লস রবার্ট তার অফিস রুমে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু জেগে উঠেছে তাঁর স্বপ্ন। এখানে খুব মায়াবী মিউজিক দিয়ে স্বপ্নের মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর পুরো কথোপকথনের আবহেই এই মিউজিক হালকা করে বাজবে।]

স্বপ্ন ঃ (ফিসফিস করে) রবার্ট ... রবার্ট ... শুনতে পাচ্ছো?

রবার্ট ঃ (ঘুম জড়ানো স্বরে) কে? কে তুমি আমার নাম ধরে ডাকছ?

স্বপ্ন ঃ (খুব টানা টানা স্বরে) চোখ খোলো রবার্ট ... চোখ খোলো। খুলে দেখো আমি কে?

রবার্ট ঃ ক্কে? কে তুমি? আমি তো আমার অফিস রুমে। **(হঠাৎ চিৎকার করে বিস্ময়ে)** একি এখানে এত তেল এল কি করে? আমার অফিসের মেঝে, দেয়াল ... সব যে তেলে ভেসে যাচ্ছে।

স্বপ্ন ঃ ঠিক তাই রবার্ট। ওই তেলই হচ্ছি আমি। যে খনিজ তেলের ব্যাবসা তুমি করো ... যে তেলের জন্য তোমরা অনায়াসে সরকারকে চাপ দিয়ে একটা যুদ্ধ লাগিয়ে দাও ... যে তেলের জন্য অনেক নিরীহ মানুষ আর পশুপাখির প্রাণ কেড়ে নিতে দ্বিতীয়বার ভাবো না ... আমি হচ্ছি সেই তেল।

রবার্ট ঃ কিন্তু তুমি এখানে এলে কোথ্-থেকে?

স্বপ্ন ঃ কেন খনির ভেতর থেকে! পৃথিবীর গর্ভে লুকিয়ে ছিলাম এতদিন ... তোমরাই তো আমাকে টেনে বের করে আনলে।

রবার্ট ঃ কিন্তু আমার কাছে এসেছ কেন?

স্বপ্ন ঃ বাঃ, আমিই তো তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় রবার্ট। আমিই তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার অহংকার, তোমার প্রেম ...

রবার্ট ঃ সেটা ঠিকই, তুমি আমার প্রেম। এই যে এখন আমি হাজার কোটি ডলারের মালিক, পৃথিবীর পঞ্চাশটা দেশে আমার ব্যবসা ছড়িয়ে আছে ... সে তো তোমার কল্যানেই।

স্বপ্ন ঃ কিন্তু কি জানো রবার্ট ... আমার প্রেমে মিশে আছে অভিশাপ। এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ ... বহু কোটি বছরের জমে থাকা এক অশুভ শক্তি।

রবার্ট ঃ (অবাক হয়ে) কোটি বছরের অভিশাপ? কত কোটি বছরের? কি অভিশাপ?

স্বপ্ন ঃ শুনবে কত বছরের? যদি বলি ডেভোনিয়ান যুগের! যদি বলি পার্মিয়ান যুগের!

রবার্ট ঃ ডেভোনিয়ান, পার্মিয়ান ... এ সব কি বলছ? এরা কারা?

স্বপ্ন ঃ এরা হল পৃথিবীর ফেলে আসা সময়। ডেভোনিয়ান মানে প্রায় চল্লিশ কোটি বছর আগে, আর পার্মিয়ান হল প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে।

রবার্ট ঃ কিন্তু এর সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

স্বপ্ন ঃ খুব গভীর সম্পর্ক রবার্ট। ওই সময়ই আমার জন্ম। ওই সময় থেকে আমি রয়ে গেছি পৃথিবীর গর্ভে, আর বয়ে নিয়ে চলেছি সেই অভিশাপ।

রবার্ট ঃ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা করে বলো।

স্বপ্ন ঃ মধ্যপ্রাচ্যের যে তেলের খনিদুটো তুমি কিনেছ, তারা হল ওই সময়কার। ভেবে দেখো রবার্ট তখনও জন্ম হয়নি ডায়ানোসোরদের। সেই সময়কার শৈবাল ও ছোট ছোট প্রানীরা মাটির গর্ভে মিশে তাপে, চাপে ক্যাটাজেনেসিস পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করেছে আমাকে। তাই আমার আর এক নাম 'ফসিল ফুয়েল' বা 'জীবাশ্ম জ্বালানী।'

রবার্ট ঃ বুঝলাম। কিন্তু অভিশাপ? কি অভিশাপ তোমার শরীরে?

স্বপ্ন ঃ কার্বনের অভিশাপ রবার্ট ... কার্বনের অভিশাপ। সেই কোটি কোটি বছর আগেকার প্রানীদেহের কার্বন লুকিয়ে আছে আমার শরীরে।

রবার্ট ঃ কিন্তু কার্বন অভিশাপ হতে যাবে কেন? আমার শরীরও তো এই কার্বন দিয়েই তৈরী।

স্বপ্ন ঃ সেটা ঠিকই বলছ তুমি। তবে এই কার্বন থেকেই যে আসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। আর জানো নিশ্চই এই কার্বন ডাই অক্সাইড হল একটা গ্রীনহাউস গ্যাস। অল্প মাত্রায় এটা জরুরী, কিন্তু বেশী হলেই বিপদ।

রবার্ট ঃ কিন্তু এসব আমাকে বলছ কেন? আমার ভালো লাগছে না এসব শুনতে।

স্বপ্ন ঃ ধীরে রবার্ট ধীরে। শোন ... আমার বুকে ... শুধু আমি কেন, পৃথিবীতে যত চূনাপাথর আছে ... সবার মধ্যেই আটকে আছে সেই কার্বন। আর আটকে আছে বলেই পৃথিবীটা শুক্র গ্রহের মত নরক হয়ে যায়নি। কিন্তু তোমরা আমার বুক থেকে সেই কার্বনকে বের করে ছেড়ে দিচ্ছো পরিবেশে। আর এরই ফলে বাড়ছে তাপমাত্রা, বাড়ছে দূষণ।

রবার্ট ঃ কিন্তু তাতে আমি কি করতে পারি? আমাকে তো ব্যাবসা করতেই হবে।

স্বপ্ন ঃ ব্যাবসা করো না, কে না করেছে। কিন্তু বেশী লোভ কোরো না রবার্ট। সুস্থায়ী উন্নয়নকে বন্ধ করে দিয়ে পৃথিবীর বুকে এই অভিশাপকে ডেকে এনো না তোমরা। এতে ছাড় পাবে না তুমিও। শেষ হয়ে যাবে একদিন ... এই কার্বনের করাল অভিশাপ ধ্বংস করবে তোমাকেও।

[পট পরিবর্তনের বাজনা।]

পট - ৬

ভাষ্য ঃ চার্লস রবার্ট ও তাঁর স্ত্রী মেরি বসে আছেন বেজিং-এর একটা বড় হাসপাতালে। তাঁর একমাত্র ছেলে বব এই হাসপাতালে ভর্তি। কিছুদিন শ্বাসকষ্টের অসুখে ভোগার পর ববের অফিসের সহকর্মীরা তাকে এখানে ভর্তি করে দিয়েছে। খবে পেয়ে সস্ত্রীক চার্লস চলে এসেছেন অমেরিকা থেকে। অপেক্ষা করে আছেন কখন ডাক্তার ওয়াং মা কথা বলবেন তাঁর সাথে।

[এখানে হাসপাতালের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে]

ঘোষক ঃ (মাইকে ঘোষনা শোনা যাবে) পেশেন্ট নাম্বার ২২৪ ... বব রবার্ট, ডঃ ওয়াং মা অপেক্ষা করে আছেন পেশেন্ট পার্টির সাথে কথা বলার জন্য।

মেরী ঃ এই চলো ... আমাদের ডাকছে।

[এখানে সুইং ডোর ঠেলে ঢোকার শব্দ দিতে হবে]

মেরী ও চার্লস ঃ (একসাথে) আসতে পারি ডঃ মা?

ডঃ মা ঃ ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। প্লীজ বী সিটেড।

মেরী ঃ বব কেমন আছে ডঃ মা?

ডঃ মা ঃ দেখুন ম্যাডাম। আপনার ছেলের ফুসফুসের অবস্থা ভালো নয়। আমরা যতদূর সাধ্য সাপোর্ট দেবার চেষ্টা করছি।

চার্লস ঃ কিন্তু ওর ঠিক হয়েছেটা কি? কাশি আর শ্বাসকষ্ট এইটুকুই শুধু জানি।

ডঃ মা ঃ দেখুন স্যার, আপনার ছেলের অসুখটার নাম Interstitial Lung Disease with Pulmonary Fibrosis। এর সাথে অ্যালার্জিও আছে। ফলে চিকিৎসা করা বেশ কঠিন।

মেরী ঃ কিন্তু এতে ঠিক কি হয়?

ডঃ মা ঃ এতে ফুসফুসের অক্সিজেন আদান-প্রদানের ক্ষমতাটা কমে যায়। ফুসফুসের টিস্যুগুলো মোটা হয়ে উঠে তার Elasticity নষ্ট করে দেয়। ফলে ফুসফুস তার কাজ ঠিকমতো করতে পারে না। এর সাথে অ্যালার্জি থাকলে Congestion হয়, Spasm ও হতে পারে।

চার্লস ঃ মাই গড! তা এই রোগ আমার ছেলের হল কি করে?

ডঃ মা ঃ স্যার, এই রোগ অনেক কারনে হতে পারে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি আপনার ছেলের চায়না এবং আরবে খনিজ তেলের ব্যাবসা আছে। একবার যখন খনিতে আগুন লাগে তখন আপনার ছেলে তিনদিন সেই ধোয়ার মধ্যে আটকে ছিল। তারপরেও অনেকদিন রিফাইনারিতে কাজ করার জন্য ও অনেক বিষাক্ত বাষ্প নাকে টেনেছে। জানেন তো প্রেটোলিয়াম বাই প্রোডাক্টগুলো খুব বিষাক্ত হাইড্রোকার্বন হয়।

চার্লস ঃ (নিজের মনে) কার্বন? হাইড্রোকার্বন? তাহলে কি ... তাহলে কি সেই স্বপ্নটা ...

মেরী ঃ (চার্লসকে ধাক্কা দিয়ে) এই, তুমি নিজের মনে কি বিড় বিড় করছ?

চার্লস ঃ (চমকে উঠে) হ্যা ... না ... না সরি ... **(একটু থেমে)** আচ্ছা ডঃ মা, এই ফসিল ফুয়েলের মধ্যে কি কোটি কোটি বছরের অভিশাপ জমে থাকে? আমার ছেলে কি সেই অভিশাপেই আক্রান্ত?

ডঃ মা ঃ অভিশাপ নয় স্যার ... কার্বন। ফসিল ফুয়েলের মধ্যে জমে থাকে কার্বন। তবে হ্যা, সেই কার্বন বেশী বেশী করে পরিবেশে বেড়িয়ে এলে তা অভিশাপই হয়ে যাবে।

মেরী ঃ এই অসুখ কি সারবে না ডঃ মা?

ডঃ মা ঃ এই অসুখ একবার হলে আর সারে না ম্যাডাম। তবে চেষ্টা করে কমিয়ে রাখা যায়। তবে তার জন্য দরকার একটা দূষণ মুক্ত পরিবেশ। বেজিং-এ তো সম্ভবই নয়। এখানকার

বাতাস গাড়ি আর কল কারখানার ধোঁয়ায় এত দূষিত যে সুস্থ মানুষই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আপনার ছেলেকে নিয়ে যান কোন গ্রামের দিকে যেখানকার বাতাস কার্বনের ধোঁয়ায় দূষিত হয়নি।

চার্লস ঃ এখন বুঝতে পারছি ডঃ মা, এর জন্য দায়ী আমরাই। আমাদের লোভ। আমাদেরই লোভ আজ আমাদের সন্তানের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। **(কান্না মাখা স্বরে)** বব, আমাকে তুই ক্ষমা করে দিস বাবা ... ক্ষমা করে দিস ...

-X-X-X-X-